ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 233-241
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.454

নির্বাচিত অসমীয়া ছোটগল্প ও উপন্যাসে প্রবাদ প্রসঙ্গ: একটি পর্যবেক্ষণ

ড. নবনীতা বর্মন, *স্বাধীন গবেষক, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 07.04.2026; Accepted: 09.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Literature is the best example of humans' creative thinking. Literature acts as a mirror of society where writers reflect the society of contemporary time. In portraying the reality of the society, literature often employs proverbs. Proverbs are a unique element of practical life that expresses the various emotions and experiences of people's day to day lives in a very eloquent way. Although, originally an element of oral literature, Proverbs endow written literature with sharpness of language and sarcasm of criticism through its bright presence. This feature helps in increasing the attractiveness and liveliness of the writing. The use of proverbs is also noteworthy in various aspects of the rich repertoire of Assamese literature. The present article sheds light on the practical aspect of proverbs in short stories and novels of selected Assamese writers. In this research article the topic of proverbs has been discussed in stories such as 'Bidrohini' written by Lakshmidhar Sharma, 'Sanskar' written by Mamoni Roysham Goswami, 'Sakha Damodar' written by Lakshminandan Bara and 'Mone Mane' written by Sri Sneha Devi. The topic of proverbs has been raised in Birendra Kumar Bhattacharya's novel 'Mrityunjay' and Nabakanta Barua's novel 'Kakadeutar Haar'. Proverbs can give expression to various human experiences that cannot be put into words otherwise and people often apply proverbs in different situations in order to maintain the brevity and the sharpness of speech. Stories and novels are written based on human experiences and various elements of the real world. That is why proverbs are used in various literary elements with ease. The analysis of the Assamese short stories and novels mentioned earlier reveals the context of the use of proverbs in Assamese literature. Apart from the short stories and novels mentioned in the article, the employment of proverbs can also be seen in other stories and novels, which is a large field of study.

Keywords: Assamese literature, proverb, short story, novel

ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম একটি বৈচিত্র্যময় রাজ্য হল অসম। ভৌগোলিক দিক থেকে এই রাজ্যের বিশেষ অবস্থানগত বিশিষ্ট্যতা রয়েছে। বহু জাতি-জনজাতি ও বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র অসম। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই বৈচিত্র্যতা প্রভাব বিস্তারকারী। বৈচিত্র্যময় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের কারণে লোকসংস্কৃতির এক মিলন ক্ষেত্র হিসেবে এই রাজ্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সময়চক্রের

বিভিন্ন পর্বে নানা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উত্থান-পতনের সাক্ষী এই রাজ্য। এখানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজশক্তি শাসন করলেও সর্বশেষ রাজশাসন হল আহোম শাসন। এই রাজ্যে বহু ভাষাভাষীর মানুষ বসবাস করলেও এর প্রধান ভাষা হল অসমীয়া। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অসম রাজ্যে লক্ষ করা যায় শংকর বা মিশ্র সংস্কৃতি।

বিরিঞ্চিকুমার বরুয়ার 'অসমীয়া সাহিত্যের রূপরেখা' শীর্ষক গ্রন্থে 'আসাম' শব্দ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে—

> "আসাম নাম অসম শব্দ হইতে গৃহীত যার অর্থ হচ্ছে যে তারা যুদ্ধে অপরাজেয় অর্থাৎ তাঁদের সমকক্ষ কেউ নেই। তারা আরও বলে যে এই অসম অভিধাটি ঐ দেশের স্থানীয় অধিবাসীদেরই দেওয়া এবং তাদের প্রতি ভীতি ও সম্ভ্রমের নিদর্শন।"[১]

এই রাজ্যে বসবাসকারী মানুষ অসমীয়া বলে পরিচিত। অসম রাজ্যে বোড়ো, কাছাড়ি, কার্বি, কৈবর্ত, মিরি, রাভা, তিওয়া, ডিমাসা, আদিবাসী প্রভৃতি জনজাতি ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা বসবাস করেন। এই সকল জনজাতির মানুষ তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধশালী। উল্লিখিত প্রত্যেক জনজাতির নিজস্ব স্বাধীন ভাষা রয়েছে তবে অসমীয়া ভাষা এই রাজ্যের প্রধান ভাষা হিসেবে মান্য।

কোন দেশের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বিবর্তনের পেছনে সেই ভূভাগের ভৌগোলিক পরিবেশও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আসামের ভৌগোলিক মানচিত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমাদের কাছে এই বিষয়টি সুন্দরভাবে প্রকাশ পায়। এই রাজ্যের তিন দিকে অন্য দেশ অবস্থান করছে। বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ অসমে দেখা যায়। বিভিন্ন ভাষাভাষীর সমাবেশ এবং বিশাল পর্বতমালায় সমাকীর্ণ এক রাজ্য। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের মতই সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষাগত বিচিত্রতা লক্ষ করা যায়। প্রাচীনকালে এই ভূখণ্ডের সঙ্গে বিভিন্ন বৈদেশিক সংযোগ ছিল, যাদের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ঘটেছে। অসমীয়া ভাষা প্রসঙ্গে বিরিঞ্চি কুমার বড়ুয়া বলেছেন—

> "খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ হতেই অসমীয়া ভাষার বিকাশ। সংস্কৃত হতেই এর উদ্ভব যদিও মাগধী অপভ্রংশই এর সাক্ষাৎ পূর্বপুরুষ।"[২]

অসমীয়া ভাষায় বহু উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচিত হয়েছে যা এই ভাষার সমৃদ্ধতায় পালক জুড়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে অসমীয়া সাহিত্যের কিছু ছোট গল্প ও দুটি উপন্যাসের ক্ষেত্রে অসমীয়া প্রবাদের ব্যাবহারের দিকটি আলোচিত হয়েছে। আমরা যেমন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রবাদের ব্যবহার করে থাকি ঠিক তেমনভাবেই সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও প্রবাদের উপস্থিতি বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত, রসপুর্ণ ও যথোপযুক্ত করে তোলে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবাদের ব্যবহার অর্বাচীন নয়, প্রাচীনকাল থেকেই সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রবাদের ব্যবহার হয়ে আসছে। অসমীয়া সাহিত্যও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। অসমীয়া ভাষায় অসংখ্য প্রবাদবাক্য প্রচলিত রয়েছে যা এই সমাজের মানুষ তাঁদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের নানা ক্ষেত্রে যথোপযুক্তভাবে প্রয়োগ করে থাকেন। অসমীয়া সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিকে আমরা অসমীয়া প্রবাদবাক্যের উপস্থিতি লক্ষ করতে পারি।

১. অসমীয়া ছোটগল্পে প্রবাদ প্রসঙ্গ: অসমীয়া ছোটগল্পের আঙ্গিনায় বিভিন্ন গল্পকারের পরিচয় পাওয়া যায় যেখানে প্রথম গল্পকার হিসেবে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার কথা জানা যায়। এছাড়াও বিভিন্ন বিশিষ্ট গল্পকারের পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। আলোচ্য প্রবন্ধে লক্ষীধৰ শর্মা রচিত **'বিদ্রোহিনী'**, মামনি রয়ছম গোস্বামীর **'সংস্কাৰ'** শীর্ষক গল্প, লক্ষ্মীনন্দন বরার **'সখা দামোদৰ'** শীর্ষক গল্প এবং শ্রীস্নেহ দেবীর **'মনে মনে'** গল্পে প্রবাদের প্রসঙ্গটি আলোকপাত করা হল। বিভিন্ন অসমীয়া ছোট গল্পের সম্ভারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে

আমরা দেখতে পাই, বিভিন্ন সাহিত্যিকগণ তাঁদের গল্পের বুনন, চরিত্রের সংলাপ প্রভৃতিতে চটুলতা, তীক্ষ্ণতা এবং বক্তব্যের যথার্থতা ও গাম্ভীর্যতা প্রদানের জন্য প্রবাদের ব্যবহার করে থাকেন। নিম্নে অসমীয়া ভাষায় রচিত ছোটগল্পে প্রবাদের প্রয়োগের বিষয়টি উক্ত গল্পের প্রেক্ষিতে উপস্থাপিত হল। যথা:

১. ক) **বিদ্রোহিনী:** লক্ষীধর শর্মা রচিত **'বিদ্রোহিনী'** শীর্ষক গল্পের একজন চরিত্র হলেন হরমোহন ডাক্তার। গল্পের প্রারম্ভেই গল্পকথক অত্যন্ত সাবলীলভাবে, সংক্ষেপে হরমোহন ডাক্তারের চারিত্রিক দাপটের দিকটি আমাদের সামনে প্রকাশ করেছেন প্রবাদের মাধ্যমে। প্রবাদটি হল—**"বাঘে-ছাগে একে ঘাটত পানী খায়।"** [৩] এই প্রবাদটির মধ্যে বর্ণনার আধিক্য নেই, রয়েছে বাক্যের ব্যঞ্জনা। এককথায় প্রবাবাক্যের ব্যবহার করে সহজ ভাষার দ্বারাই বক্তব্য বিষয়টিকে জোরালোভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

১. খ) **সংস্কার:** মামণি রয়ছম গোস্বামী রচিত অসমীয়া ভাষায় লিখিত **'সংস্কাৰ'** শীর্ষক গল্পে লেখিকা দুই স্থানে অসমীয়া প্রবাদের ব্যবহার করেছেন। কাহিনীর প্রেক্ষাপটে ঘটনার প্রয়োজনীয়তায়। উক্ত গল্পের একজন অন্যতম চরিত্র কৃষ্ণকান্ত। তাহার জীবিকা হল পৌরোহিত্য। তাঁর মুখ দিয়ে গল্পের মধ্যে একটি প্রবাদের প্রসঙ্গ এসেছে। প্রবাদটি হল—

"আছোঁ বগলী আছোঁ চাই।
ক'ৰ পানী ক'ত যায়।"[৪]

উল্লিখিত প্রবাদটিতে বলা হয়েছে বগলি অর্থাৎ বক স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে জলের দিকে, কোথাকার জল কোথায় যায় দেখার জন্য। এককথায় স্থির দৃষ্টিতে একাগ্রচিত্তে কোন কিছুর জন্য প্রতীক্ষা করা। গল্পের মধ্য যখন পীতাম্বর কৃষ্ণকান্ত পুরোহিতকে বিধবা দময়ন্তীর সঙ্গে তাঁর বিবাহের প্রস্তাবটিতে দময়ন্তীর পরিবারের মতামত জানতে চেয়েছিল, সেই সময় এই কাজের জন্য পুরোহিত কৃষ্ণকান্ত তাঁর কাছ থেকে টাকা চেয়েছিল। পরবর্তীতে পীতাম্বর কৃষ্ণকান্তকে যখন সেই টাকা দিয়েছিল সেই সময়ে কৃষ্ণকান্ত এই প্রবাদটি উচ্চারণ করেছিল। অর্থাৎ তাঁর এই বিবাহ সম্পর্কিত আলোচনাটি কতদূর পর্যন্ত পৌছাবে তা নিয়ে কৃষ্ণকান্তের মনে সংশয় রয়েছে। প্রবাদটি খুব সুন্দরভাবে বিবাহ সংক্রান্ত অনিশ্চয়তার বিষয়টিকে প্রকাশ করেছে।

এই গল্পের পরবর্তী অংশে পীতাম্বরের আধিয়ারেরা ধানের ভাগ দিতে আসে এবং তার পর তাঁর উদ্দেশ্যে তারা যে প্রবাদবাক্যটি উচ্চারণ করে তা হল—

"আঁহ লুকাবা বাঁহ লুকাবা;
গাল সোপাৰা কত লুকাবা?"[৫]

প্রবাদটিতে আপাতভাবে যা প্রকাশিত হয় তা হল— যতই লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হোক না কেন সময়ের অন্তরে বার্ধক্যেরও চিহ্নও দেখা দেয় এবং একে লুকিয়ে বা আড়াল করে রাখা যায় না শত চেষ্টার দ্বারাও। আধিয়ারদের দেওয়া ধান ভোগ করার জন্য পীতাম্বরের গৃহে স্ত্রী-সন্তান নেই। তাঁর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যৌবন অতিক্রান্ত হতে চলেছে, এই অবস্থায় তাঁর পক্ষে দীর্ঘ দিন নিজের বার্ধক্যকে আটকে রাখা সম্ভব নয়। আধিয়ারেরা উক্ত প্রবাদের মাধ্যমে পীতাম্বরের জীবনে প্রকটিত এই চরম বাস্তব দিকটি সহজ-সরল ভঙ্গিমায় ব্যঞ্জনার সংমিশ্রণে ব্যক্ত করেছেন, যা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

১. গ) **সখা দামোদর:** লক্ষ্মীনন্দন বরা **'সখা দামোদৰ'** শীর্ষক গল্পের রচয়িতা। এখানে গল্পকার কাহিনীর প্রয়োজনে যে প্রবাদবাক্যের উপস্থাপন করেছেন তা নিম্নে আলোচিত হল। যথা:

রামায়ণ পর্বের সময়কাল অত্যন্ত দৃষ্টান্তমূলক। এই সময়ে সামাজিক সুব্যবস্থা, অহিংসা, নৈতিকতা, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক আত্মিক সম্পর্ক বজায় ছিল। রামায়ণ বর্ণিত সমাজে মানুষ সুখ স্বাচ্ছন্দে বসবাদ করতেন। মানুষের সেই সুখ শান্তিতে পরিপূর্ণ জীবন-যাপনে পাপাচারের কোন স্থান ছিল না। কিন্তু সমকালীন সময়ে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বিভেদ, অরাজকতা, অস্থিরতা ক্রিয়াশীল। মানুষ আজ বিত্তকামী মানসিকতার বশবর্তী হয়েছে, যার ফলস্বরূপ গ্রাম্য জীবনের শান্তি, স্নিগ্ধতার আস্বাদনে অক্ষম হয়ে পড়েছে। মানুষ আজ অর্থের অভাব পূরণে তৎপর, সর্বদাই তার মনে ধন উপার্জনের চিন্তা বিরাজ করছে। যেকারণে ঢাকের বুলিতে তাঁদের শরীর উত্তেজিত হয় না। এ প্রসঙ্গে গল্পকার যে প্রবাদবাক্যটি উচ্চারণ করেছেন তা হল—

"সেই ৰামো নাই, অযোধ্যাও নাই।"[৬]

বন্যায় খেতের ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে আর্থিক অনটনে পড়ে যাওয়ায় কথককে তাঁর অতি প্রিয় দুই গরু 'বর রঙ্গা' ও 'সরু রঙ্গাকে' বিক্রি করে দিতে হয়েছে। পরবর্তীতে বিক্রি করে দেওয়া তাঁর প্রিয় দুই গরুকে মনে করে কষ্ট পেয়েছেন। সেইকারণে এই কষ্ট থেকে বেরোনোর জন্য পুনরায় রঙ্গাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চাননি। তিনি এর পরিপ্রেক্ষিতে যে প্রবাদের উল্লেখ করেছেন তা হল— "কটা ঘাত আৰু নিমখ দি লাভ নাই।"[৭] এখানে প্রবাদটির যথার্থতা প্রকাশিত। তাঁর প্রিয় দুই গরুর সঙ্গে বিচ্ছেদ তাঁকে অন্তরে অন্তরে কষ্ট দিচ্ছে। সেক্ষেত্রে তাদের প্রসঙ্গ মনে করিয়ে দেওয়ার অর্থ হল ক্ষত স্থানে লবণ ছিটিয়ে দেওয়া।

১. ঘ) **মনে মনে:** শ্রীস্নেহ দেবীর রচিত একটি ছোট গল্প **'মনে মনে'**। এই গল্পে গল্পকার যে প্রবাদবাক্যের প্রসঙ্গ এনেছেন তা হল— "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।" উক্ত গল্পে এই আলোচ্য প্রবাদটি উপস্থাপন করা হয়েছে এভাবে— "লোভে পাপ আৰু পাপ হলে..."[৮]। গল্পে যমুনা ও কমলের বাড়ির রান্না ঘরের মধ্যে যখন একটি বিড়াল খাবার নষ্ট করে যায় তখন কমল যমুনাকে বলে বিড়ালটাকে ছেড়ে দিতে এবং নিজে এই প্রবাদটি বলে থাকে। প্রকৃতপক্ষে যমুনা অপরের মুরগির প্রতি লোভ করেছিল বলে কমল এই প্রবাদবাক্যের মাধ্যমে তাকে মনে করিয়ে দেয় যে লোভ করা উচিত নয়।

অসমীয়া সাহিত্যের ছোট গল্পের বৃহৎ পরিসরে এধরনের প্রবাদ সম্বলিত ছোট গল্পের দৃষ্টান্ত রয়েছে। উপরে আলোচিত গল্পের মধ্যে কাহিনী ও ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রবাদবাক্যের ব্যবহার বক্তার বক্তব্যকে যৌক্তিকতা দান করেছে।

২. অসমীয়া উপন্যাসে প্রবাদ প্রসঙ্গ: অসমীয়া সাহিত্যের ঝুলিতে উপন্যাসের ভাণ্ডার অতি সমৃদ্ধ। উপন্যাসে একাধিক পাত্র-পাত্রী, ঘটনাবহুল কাহিনী, চরিত্রের বৈচিত্র্যতা লক্ষ করা যায়। এসকল বিষয়ের সংক্ষিপ্ত, তীক্ষ্ণ, চটুল উপস্থাপনে প্রবাদের ব্যবহার সজীবতা আনে। অসমীয়া উপন্যাসের ভাণ্ডার থেকে এই প্রবন্ধে দুটি উপন্যাসকে গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্নে নির্বাচিত দুটি উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে অসমীয়া প্রবাদবাক্য ব্যবহারের যথার্থতা সম্পর্কে আলোচনা করা হল। যেমন—

২. ক) **মৃত্যুঞ্জয়:** বিশিষ্ট সাহিত্যিক বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য রচিত জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস **'মৃত্যুঞ্জয়'** (১৯৭০) শীর্ষক উপন্যাসের কাহিনীর সূচনায় প্রথম যে প্রবাদবাক্যটির উল্লেখ পাওয়া যায় তা হল—

"কেঁচা বৰলক জোকাই ললে গা সাৰিবলৈ টান।"[৯]

প্রবাদটিতে বলা বয়েছে যে, বোলতার চাকে খোঁচা দেওয়া হলে সেই বোলতার দংশনে শরীরের যন্ত্রণা সহজে কমে না। উক্ত উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট হল ১৯৪২ সালের ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমি। সেই সময় পর্বে সমগ্র দেশ আন্দোলনের আগুনে প্রজ্বলিত ছিল। শরীরে একটি বিষাক্ত বোলতা কামড়ালে যেমন

শরীর সহজে সুস্থ হতে চায় না ঠিক তেমনি ভাবে অসম দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনকারীদের এই সময় বোলতার শুঙের বিষের মত তুলনা করা হত। এদের সামান্য নাড়ালেও হূল ফোটাতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করবে না। আলোচ্য উপন্যাসে প্রবাদটির বক্তা ভিভিরাম।

"ফাট মেলা বসুমতী পাতালে লুকাওঁ।"[১০]

উপরিউক্ত প্রবাদটি লজ্জায় ধনপুরের পরিস্থিতি বোঝাতে কথক ব্যবহার করেছেন। স্কুল কামাই করে ধনপুর যেদিন ডিমির পিছে পিছে 'কপিলির পাড়ে' গিয়েছিল কদম যখন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল সে কেন এসেছে? সেই সময়ে ধনপুর মনের আবেগ লুকোতে না পারার জন্য লজ্জিত বোধ করে। সেই মুহূর্তে তার মনে হয়েছিল বসুমতী অর্থাৎ ভূমি ফাঁক হয়ে যাক এবং ধনপুর এই মুহূর্তে সেখানে লুকিয়ে পড়ুক।

"কুকুৰ শৃগাল গর্দভৰো আত্মা ৰাম,
জানিয়া সবাকো পৰি কৰিবা প্রণাম।"[১১]

প্রবাদটির বক্তব্য হল কুকুর, শৃগাল গর্দভ প্রভৃতি সকল প্রাণীর মধ্যেই আত্মা বা রামের বাস, তাই সবার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি করুণা থাকা উচিৎ। মধু আত্মকথনের সময়ে এই প্রবাদটি স্মরণ করেছে। যে সময় মধু ও ধনপুর রাতের অন্ধকারে একসঙ্গে রেললাইন ধ্বংস করার জন্য যাচ্ছিল সেই মুহূর্তে মধুর মনের মধ্যে জীব হত্যা নিয়ে দ্বন্দ্বের তৈরি হয়েছে। মধুর মনে হয়েছে যে, রেললাইন ধ্বংসে যাদের মৃত্যু হবে তারাও মানুষ হতে পারে। তারা ভিনদেশীয় মানুষ, তবুও তারা মানুষ, তাদেরও প্রাণ আছে। মধুর মনে ধারণা হয়েছে যে, গান্ধীজী জেলে না থাকলে তাকে এই হত্যালীলায় যুক্ত হওয়া থেকে রক্ষা পেত। জীব হত্যার ভয়ে তার আত্মা কেঁপে উঠেছে। এই ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতেই উক্ত প্রবাদটি মধুর মনে উচ্চারিত হয়েছে। ঘটনার প্রেক্ষাপটে যা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

"বুকু ফাটে, মুখ নুফুটে।"[১২]

সাধারণত নারী চরিত্রের একটি দিক উক্ত প্রবাদে প্রকাশিত হয়, তবে এক্ষেত্রে উপন্যাসে এই প্রবাদবাক্যটি পুরুষ চরিত্রের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত। প্রবাদটিতে বলা হয়েছে কষ্টে যন্ত্রণায় বুক ফেটে গেলেও মুখে কোন প্রকার বহিঃপ্রকাশ নেই। উপন্যাসে ধনপুর রূপনারায়ণের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রবাদবাক্যটি ব্যবহার করেছে। স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী অন্দোলনে রূপনারায়ণের দুইজন সন্তানের মৃত্যু হয় কিন্তু তবুও সে তার কষ্টকে বুকের মধ্যে চাপিয়ে রেখেই পুনরায় নতুন উদ্যমে বিপ্লবে সামিল হতে চেয়েছে এবং নতুনভাবে প্রতিজ্ঞা করেছে। তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা যেন—"ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা।" সরলমতি মধুর মনে সহিংস আন্দোলন সম্পর্কে দ্বন্দ্ব রয়েছে। সে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেও হত্যালীলায় তার মন সায় দিতে চায় না। মধু আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন মতাদর্শগত পার্থক্যের ভিড়ে সঠিক পথ নির্বাচনে অপারগ। তার মনে প্রকৃত ধর্ম ও কর্মের মধ্যে বিরোধ বাঁধে। স্ত্রী সন্তান নিয়ে সুখে সাংসারিক জীবন-যাপন করার মত সময় তাঁর কাছে এখন নেই। তার মনে পড়েছে একটি প্রবাদবাক্য— "আনিব কৈলো মৈখান, আনি দিলে ধনুখান।"[১৩] অর্থাৎ মই আনতে বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে এনে দিয়েছে ধনুক। স্বাভাবিক জীবনের ছন্দের পরিবর্তে মধুর কাছে এসেছে যুদ্ধের ডাক। মধু মুক্তি যুদ্ধের একজন সক্রিয় সৈনিক। স্বাধীনতা অর্জনের যুদ্ধে তাঁকে করতে হয় নানা ধরনের কর্ম। বিপ্লবী আন্দোলনের বিভিন্ন বিপজ্জনক কর্মে যেকোন মুহূর্তে তাঁর মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মধু তার আত্মকথনে বলেছে তাঁর কোন সন্তান না থাকায় সংসারে তাঁর কোন ফসল রইল না। মধুর তেজের কোন ফসল সংসারে থাকলো না। খেতের ফসল যেমন ধান তেমনি সংসারের ফসল সন্তান। মধু তাঁর মনের আক্ষেপে আউরেছে— "খেতিৰ ফল ধান, সংসাৰৰ ফল সন্তান।"[১৪] অন্যদিকে উপন্যাসের একটি অংশে আরেকটি প্রবাদের প্রসঙ্গ পাই। প্রবাদটি হল— "যেনে কুকুৰ তেনে টাঙোন।"[১৫] উপন্যাসে শইকিয়া

যখন গ্রামের সকলকে গ্রেপ্তার করতে এসে গর্ভবতী রতনকেও গ্রেপ্তার করার কথা বলেছে। এই গ্রেপ্তার বিষয়ে বড়ঠাকুর প্রশ্ন করায় শইকিয়া উক্ত প্রবাদবাক্যটি ব্যবহার করেছেন। গ্রামের সকল বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করার সময়ে তাঁদের সহকারী পরিবারের লোকেদেরও গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। প্রচলিত কথায় বলা হয় যে, কুকুর যেখানে থাকে সেখানে তার টাঙোন ও থাকে। অর্থাৎ তাকে শায়েস্তা করার জন্য লাঠিও সেখানেই থাকে। শইকিয়া বলতে চেয়েছে বিপ্লবীদের দমন করার জন্য তাঁদের পরিবারের লোকেদেরও শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

আলোচ্য উপন্যাসে পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে আসামের মুক্তি যুদ্ধের নানা বিপ্লবীদের মতধারা খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। উপন্যাসের কাহিনীর বুননে তদানীন্তন সময়ের আসামের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। ঔপন্যাসিক বিভিন্ন চরিত্রের মুখ দিয়ে কিছু প্রবাদবাক্যের ব্যবহার করিয়েছেন। প্রবাদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তা কখনো আত্মকথনের ভঙ্গিতে আবার কখনো সরাসরি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যেক পরিস্থিতিতে অতি সহজভাবে সেই আবস্থার জীবন্ত বিবরণ প্রবাদগুলির ব্যবহারে ফুটে উঠেছে ইঙ্গিতবহ ভঙ্গিমায় ।

২. খ) **ককাদেউতার হাড়:** ১৯৭৫ সালে নবকান্ত বড়ুয়া রচিত **'ককাদেউতার হাড়'** শীর্ষক উপন্যাসটি সাহিত্য একাডেমী পুরষ্কার পেয়ে থাকে। এই উপন্যাসে তৎকালীন সময়ের দুই প্রভাবশালী পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্ব-লড়াই এবং তার পরিণামের সজীব চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। এখানে ভোগাই ও বাখর এর মধ্যেকার বিরোধের কারণে কিছু মানুষের জীবনের চিত্র পরিবর্তিত হয়েছে এবং প্রাণও হারিয়েছে। উপন্যাসের কাহিনীর বিন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের মুখ দিয়ে উপন্যাসকার যে সকল প্রবাদবাক্যের ব্যবহার করেছেন তা নিম্নে আলোচিত হল। প্রবাদগুলি বিভিন্ন চরিত্রের মানসিক অবস্থা, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে।

অতীতের কথা প্রসঙ্গে আইতা ভোগাই বড়ুয়ার ব্যক্তিত্ব ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে যে প্রবাদটি ব্যবহার করেছে তা হল— "বাঘেছাগে তেওঁর ভয়ত একেটা ঘাটতে পানী খাইছিলো নে নাই জনা নেযায়..."[১৬] অর্থাৎ ভোগাই এর দাপটে সমাজের সকলে একঘাটে জল খোয়ার মত পরিস্থিতি। ভোগাইকে লোকে যেমন ভয় করে থাকে তেমনি তাঁকে পছন্দও করে। তাঁর অধীনস্ত মানুষের বিপদকে সে নিজের বিপদ বলে ভাবে এবং তার সমাধানের চেষ্টা করে। তাঁর এলাকায় দাপট ছিল কিন্তু বাঘ আর ছাগল এক ঘাটে জল খাওয়ার মতো ছিল কিনা বক্তা এবিষয়ে জানেন না, কিন্তু তার এলাকায় তাঁর যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল এবিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

আহোম রাজ শাসনকালে বড়ুয়াদের প্রতাপ পতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। বড়ুয়ারা তা স্বীকার করতেন এবং তাঁদের মর্যাদা যে আহোম রাজশক্তির দান এই বিষয়টি তাঁরা কখনোই বিস্মিত হননি। এই প্রসঙ্গে আইতা একটি প্রবাদবাক্য ব্যবহার করেছে তা হল— "কুকুৰ চিকুণ গিৰিহঁতৰ যশ।"[১৭] অর্থাৎ কোন গৃহের পোষ্য কুকুর যদি সুন্দর সুস্বাস্থের অধিকারী হয়, তাহলে সেই গৃহস্থের মান-যশ বৃদ্ধি পায়। ঠিক একইভাবে আহোম শাসনাকালে বড়ুয়াদের প্রভাব প্রতিপত্তিতে আহোম রাজশাসনের প্রতিপত্তি এবং শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।
"বৰাৰ ঘৰত তৰাৰ গাঠি, বৰা থাকে কেই ৰাতি।"[১৮]

প্রবাদটির বক্তা ভোগাই অর্থাৎ ভোগেশ্বর বড়ুয়া। তিনি তাঁর কন্যা সুমলাকে উদ্দেশ্য করে প্রবাদটি উচ্চারণ করেছেন। তাঁর মনের অভ্যন্তরে বাখরের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষের সূচনার ইঙ্গিতটি লুকিয়ে আছে। প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হল-আহোম রাজশাসনে কুড়িজন পাইকের অধিকর্তা হলেন বরা। বরা একাধিক

স্থানের পাইক হওয়ার কারণে তাঁর কাজের কোনো অন্ত নেই, যার দরুন একজন বরাকে অনেক সময়েই গৃহের বাইরে রাত্রি যাপন করতে হয়। অর্থাৎ অস্থায়ী কোন কর্মের জন্য অস্থায়ী ব্যবস্থা করা।

"নাম পাঁলো ভোগাই, খাঁও পাণী কাহুঁদি।"[১৯]

এখানে বলা হয়েছে, নামেই ক্ষমতাবান বা অবস্থাপন্ন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থা। প্রবাদটি বিভিন্ন কথা প্রসঙ্গে রসিকতার ছলে ভোগাইকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে।

উপন্যাসে দুই মুখ্য শক্তিধর পরিবারের আত্মশ্লাঘার দ্বন্দ্ব যখন একজন সাধারণ পুরোহিতের কাছে বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাড়ায় তখন সেই পুরোহিতের অবস্থা 'ইকরার' মতোই হয়। বাখর লেরেলা বাপুকে তার এলাকায় বসতি করতে বলে। সেই সময় বাখর এবং ভোগাই এর মধ্যেকার দ্বন্দ্বের কথা মনে করে তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। ঠিক এই রকম পরিস্থিতিতে তাঁর মনে যে প্রবাদটি নাড়া দিয়েছে তা হল— "দুই মহ'ৰ যুজৰ ফকৰাটো আহিলে মনলৈ।"[২০] প্রবাদটির সম্পূর্ণ রূপ হল— 'দুই মহ' ৰ যুঁজ লাগিল, ইকিৰাৰ মৰণ মিলিল।' অর্থাৎ দুই ক্ষমতাবানের লড়াইয়ের ফলে নিরীহ নির্লিপ্ত ব্যক্তির সমূহ বিপদ হওয়া।

বাখর মুকুন্দকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে হত্যার পর ভেবেছে তার প্রকৃত শত্রুতা ভোগাই এর সঙ্গে। যেখানে বাখর ভোগাই এর ক্ষতি চায় সেখানে মুকুন্দের জীবন নাশ করে সে ঠিক করেনি। তাঁর ও ভোগাই এর মধ্যে যে শত্রুতা তাতে জীবন নাশের স্থান ছিল না, কিন্তু বাখরের ক্রোধের মাশুল মুকুন্দকে তার জীবন দিয়ে দিতে হয়েছে। ক্রোধের বশে অযথা মুকুন্দের হত্যা করে বাখর তাঁর নিজের বিপদ বাড়িয়ে তুলেছে। উপরন্তু তাঁর শত্রুকে সে পরাজিত করতে পারেনি, এই অবস্থায় বাখর নিজের মনে যে প্রবাদটি উচ্চারণ করেছে তা হল— "চিকা মাৰি হাত গোন্ধালেও..."[২১] পক্ষীকুলের কাঁক তার স্বজাতির অর্থাৎ অন্য কাকের মাংস খায় না। এখানে স্বজাতীয় মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, টান, ভালোবাসা থাকার কথা বলা হয়েছে। স্বজাতীর ক্ষতি বা বিপদ ঘটানো অনুচিত। এ প্রসঙ্গে ভোগাই মুকুন্দের মৃত্যু এবং গ্রামে আগুন লাগানোর প্রতিশোধ নেবার জন্য স্থানীয় জনতার স্বজাতীর প্রতি আবেগকে বাখরের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়েছে। তবে ভোগাই নিজে সেখানে প্রত্যক্ষভাবে সামিল হয়নি। এইসূত্রে সে বলেছে— "কাউৰীয়ে কাউৰীৰ মঙহ নাখায়।"[২২] অর্থাৎ ভোগাই ও বাখর পরস্পর স্বজাতীয় হওয়ায় কিভাবে সে তার ক্ষতি করতে পারে! এই পর্বে ভোগাই তাঁর চতুরতা প্রকাশ করেছে।

"তিলটোৱেই তালটো হৈ..."[২৩]

উক্ত প্রবাদটির বক্তা বাখর। প্রবাদটির সার হল— তিলকে তাল করা অর্থাৎ সামান্য বিষয়কে বড় আকার দেওয়া। মানুষখেকো বাঘটি ভোগাই এর দ্বারা নিহত হয়েছিল। সেসময় বাঘের হত্যালীলা বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বাখরের কাছে থাকা বন্দুক সম্পর্কিত বিষয় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ভোগাই এর কারণে। এই প্রেক্ষিতে বাখর প্রবাদটি ব্যবহার করেছে।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে চরিত্রের সংলাপে, কাহিনীর বর্ণনে প্রবাদের ব্যবহার সাবলীল। অসমীয়া উপন্যাসেও এই বিষয়টি সচরাচর লক্ষ করা যায়। প্রবন্ধে আলোচিত উপন্যাস দুটিতে প্রবাদবাক্যের প্রয়োগের প্রসঙ্গটি উপস্থাপনে আমরা দেখতে পাই যে, উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীগণ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাঁদের মনোভাবনাকে প্রবাদের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত ও যথোপযুক্তভাবে প্রকাশ করেছেন। যা কাহিনী ও চরিত্রকে সজীবতা দান করেছে। অসমীয়া সাহিত্যে উপন্যাসে এধরনের প্রবাদের ব্যবহারের ক্ষেত্রটি সুপ্রশস্ত।

উপরিউক্ত আলোচনায় অসমীয়া সাহিত্যের দুটি আঙ্গিক যেমন ছোটগল্প ও উপন্যাসে প্রবাদের ব্যবহারের প্রসঙ্গটি উপস্থাপিত হয়েছে। সমগ্র আলোচনায় অসমীয়া সাহিত্যে প্রবাদবাক্যের প্রয়োগের চিত্রটি তুলে ধরা

হয়েছে নির্বাচিত কয়েকটি ছোটগল্প ও দুটি উপন্যাসের মাধ্যমে। যেখানে আমরা দেখতে পাই অত্যন্ত সাবলীলভাবে গল্প ও উপন্যাসের চরিত্রেরা কোন পরিবেশ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে যথোপযুক্ত প্রবাদের ব্যবহার করে থাকেন। এর ব্যবহারে বক্তব্যের মধ্যে আসে তীক্ষ্ণতা, সংক্ষিপ্ততা ও বক্তব্য প্রকাশে গাম্ভীর্যতা বৃদ্ধি পায়। যা কাহিনীকে দিয়েছে সজীবতা, সংলাপকে করেছে প্রাণবন্ত। বক্তব্যের তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি ও দীর্ঘ কথার কচকচি এড়িয়ে সহজ ভঙ্গিমায় অনেক কথা বলে দেওয়ার কৌশল প্রবাদবাক্যের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য যার ব্যবহার সাহিত্যে নতুন নয়। আলোচনার শুরুতেই ছোটগল্পের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে মামনি রয়ছম গোস্বামী, শ্রীস্নেহ দেবী, লক্ষ্মীনন্দন বরা, লক্ষ্মীধর শর্মা প্রভৃতি সাহিত্যিকের লেখা ছোটোগল্পে প্রবাদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও দুটি উপন্যাস যেমন— বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য রচিত **'মৃত্যুঞ্জয়'** শীর্ষক উপন্যাস ও নবকান্ত বড়ুয়া রচিত **'ককাদেউতার হাড়'** শীর্ষক উপন্যাসে প্রবাদ প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। পাত্রপাত্রীগণ প্রবাদের উল্লেখ করেছেন গল্পের প্রয়োজনে, ঘটনার প্রয়োজনীয়তায়। অসমীয়া সাহিত্যের বিপুল অবয়বে অনুসন্ধান করলে এধরনের দৃষ্টান্ত অসংখ্য মিলবে।

তথ্যসূত্র:

১. বরুয়া, বিরিঞ্চি কুমার। অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাস। সাহিত্য অকাদেমি, ২০২১, নতুন দিল্লি, পৃ. ২।
২. তদেব, পৃ. ৬।
৩. শর্মা, লক্ষ্মীধর। বিদ্রোহিণী, নির্বাচিত অসমীয়া চুটি গল্প, সম্পাদনা। সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৯, নতুন দিল্লি, পৃ. ৯।
৪. গোস্বামী, মামণি রয়ছম। সংস্কার, নির্বাচিত অসমীয়া চুটি গল্প, সম্পাদনা। সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৯, নতুন দিল্লি, পৃ. ২১৩।
৫. তদেব, পৃ. ২১৫।
৬. বরা, লক্ষ্মীনন্দন। সখা দামোদর, নির্বাচিত অসমীয়া চুটি গল্প, সম্পাদনা। সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৯, নতুন দিল্লি, পৃ. ১০৭।
৭. তদেব, পৃ. ১১১।
৮. দেবী, স্নেহ। মনে মনে, অসমীয়া গল্প সঙ্কলন। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৭৯, নতুন দিল্লি, পৃ. ১৯৬।
৯. ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রকুমার। মৃত্যুঞ্জয়। চন্দ্র প্রকাশ, ১৯৭০, গুয়াহাটি, পৃ. ৭।
১০. তদেব, পৃ. ১০।
১১. তদেব, পৃ. ৪৭।
১২. তদেব, পৃ. ৪৭।
১৩. তদেব, পৃ. ৫৩।
১৪. তদেব, পৃ. ৫৪।
১৫. তদেব, পৃ. ২৩৯।
১৬. বড়ুয়া, নবকান্ত। ককাদেউতার হাড়। লয়ার্স বুক স্টল, ১৯৭৪, গুয়াহাটি, পৃ. ১১।
১৭. তদেব, পৃ. ১২।
১৮. তদেব, পৃ. ২১।
১৯. তদেব, পৃ. ২২।
২০. তদেব, পৃ. ২৬।

২১. তদেব, পৃ. ৩৯।
২২. তদেব, পৃ. ৫৬।
২৩. তদেব, পৃ. ৭২।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. অসমীয়া গল্প সংকলন, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৭৯, নতুন দিল্লি।
২. গোস্বামী, মালিনী। চন্দকান্ত অভিধান। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২, গুয়াহাটি।
৩. চক্রবর্তী, মহাদেব। আসামের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড। প্রগ্রেসিভ পাব্‌লিশার্স, মার্চ ২০০৭, কলকাতা।
৪. ডেকা, হেমন্ত। অসমীয়া প্রবাদ-প্রবচন আরু জতুরা ঠাঁচ। অসম পাবলিশিং কোম্পানি, ২০১৫, গুয়াহাটি।
৫. নির্বাচিত অসমীয়া চুটি গল্প। সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৯, নতুন দিল্লি।
৬. নেওগে, মহেশ্বর। অসমীয়া সাহিত্যর রূপরেখা। চন্দ্র প্রকাশ, ১৯৬২, নতুন দিল্লি।
৭. বড়ুয়া, প্রফুল্লচন্দ্র। অসমীয়া প্রবচন। আসাম পাব্‌লিকেশন বোর্ড, ১৯৬২, গুয়াহাটি।
৮. বড়ুয়া, চন্দ্রধর। রত্নকোষ। শরাইঘাট প্রকাশন, ২০১৩, গুয়াহাটি।
৯. হাজরিকা, করবী ডেকা। সাহিত্যর স্বরূপ। সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৪, নতুন দিল্লি।

সহায়ক গবেষণা অভিসন্দর্ভ:

১. বর্মন, নবনীতা। অসমীয়া ও রাজবংশী প্রবাদ: তুলনমূলক বিশ্লেষণ। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২৩, কল্যাণী।